গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

# আয়কর মেলা-২০১১

১৭-২২ সেপ্টেম্বর ২০১১

অঙ্গসজ্জায় : DesH Media Communication



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, গত বছরের মত এ বছরও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ১৭ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ পর্যন্ত ঢাকাসহ দেশের সকল বিভাগীয় শহরে আয়কর মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আয়কর মেলার ২০১১ এর প্রাক্কালে আমি সম্মানিত করদাতাগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আয়কর মেলার ধারণাটি এ দেশে একেবারেই নতুন। এ ধরনের একটি নতুন ধারণা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্তমান আয়কর প্রশাসন করদাতাদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাইলফলক স্থাপন করেছে।

জাতি হিসেবে আমাদেরকে মর্যাদাবান ও আত্মনির্ভরশীল হতে হলে নিজস্ব সম্পদ-নির্ভর উন্নয়ন প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি শান্তিময় ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। তবে সরকারকে তার অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ সম্পদের কাঙ্ক্ষিত প্রবাহ। আর এ জন্যে প্রয়োজন কর সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কর সংস্কৃতির লালন ও বিকাশ। এ ক্ষেত্রে আয়কর মেলা বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

আমি আয়কর মেলা - ২০১১ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আবুল মাল আবদুল মুহিত)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সদস্য
(আয়কর)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

## বাণী

আয়কর মেলা ২০১১ উপলক্ষে মেলা আয়োজক কমিটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়ায় আমি আনন্দিত।

জাতীয় অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ করের ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রত্যক্ষ করের ভূমিকা আরও সুসংহত করার জন্য কর ভিত্তি সম্প্রসারণ, করদাতা সেবার মান বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে কর প্রদান সংস্কৃতির বিকাশ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি, উন্নত তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, আইনের সহজীকরণসহ সর্বোপরি কর-বান্ধব পরিবেশ তৈরী আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির অন্যতম সোপান বলে আমি মনে করি।

আয়কর মেলা গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও তদুপরি ভিত্তি সম্প্রসারণই বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এ মহতি উদ্যোগ শুধু গণসচেতনতা বা ভিত্তি সম্প্রসারণই করবে না বরং করদাতাদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করার সুযোগ সৃষ্টি করবে। এছাড়া আমাদের দেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য সরকারের যে পরিকল্পনা রয়েছে তাতে আয়কর বিভাগ যে নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে অংশ নিচ্ছে আয়কর মেলা তারই প্রমাণ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আয়কর অফিস ব্যবস্থাপনা সনাতনী পদ্ধতি থেকে বের হয়ে এসে আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর করে করদাতাকে দ্রুত সেবা নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষমূলক অনলাইন রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা প্রণয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে বিগত কয়েক অর্থ বছরে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে অধিক পরিসরে রাজস্ব আদায় করতে সক্ষম হয়েছে।

আয়কর শুধু সরকারের রাজস্ব আহরণে অন্যতম প্রধান উৎস নয়, বরং সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে অপরিসীম ভূমিকা রাখতে পারে। আমি আয়কর মেলা ২০১১ আয়োজন এবং ক্রোড়পত্র প্রকশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং মেলা ২০১১ -এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ বশির উদ্দিন আহমেদ)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সদস্য
(আয়কর)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

## বাণী

সকল বিভগীয় শহরে ১৭ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ আয়কর মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আয়কর মেলা উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বর্তমান সরকার কর বিষয়ে করদাতাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে 'করদাতা উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী' গ্রহণ করেছে যা'র মূলেই রয়েছে ব্যাপক প্রচারনা, করদাতাদের মধ্যে স্বেচ্ছায় কর প্রদানে আগ্রহ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি করদদাতাদের জন্য কর-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সহ অন্যান্য গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারনা সহ আয়কর দিবস ও আয়কর মেলার আয়োজন করছে। অভ্যন্তরীণ ও বহিরাঙ্গন জরিপের মাধ্যমে নতুন করদাতা সৃষ্টি ও অন্যান্য পরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে আয়কর সেবার মান বৃদ্ধি করা হচ্ছে, যা ইতোমধ্যে সম্মানিত করদাতাদের আস্থা অর্জন করছে। আমি আয়কর মেলা ২০১১-এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ শাহজাহান)

## আয়কর মেলা-২০১১

# কিছু কথা

**এম এ কাদের সরকার**
সভাপতি
আয়কর মেলা-২০১১ আয়োজক কমিটি, ঢাকা

বাংলাদেশে এ বছর দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আয়কর মেলা। দেশের মানুষকে আয়কর দিতে উৎসাহিত করার জন্য রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সবকটি বিভাগীয় শহরে এই মেলা চলবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে আমরা জনগণকে কর দিতে উৎসাহিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করদাতাদের জন্য বিভিন্ন সেবা দিয়ে থাকে এবং আয়কর মেলা হচ্ছে এসব সেবাকে সবার মধ্যে তুলে ধরার একটি বড় সুযোগ। এ বছর আমরা চাচ্ছি নতুন করদাতারা যারা মেলায় আসবেন তারা যেন আরো সহজে আয়কর রিটার্ন জমা দিতে পারেন। মেলায় আয়কর জমা দেয়ার জন্য ব্যাংকের বুথ থাকবে। মেলাতেই তারা আয়কর রিটার্নের প্রাপ্তিস্বীকারপত্র এবং টিআইএন সার্টিফিকেট পাবেন। অর্থাৎ, এবারের মেলায় আমরা নতুন করদাতাগণকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদান করতে যাচ্ছি। পাশাপাশি সমগ্র ঢাকা জেলার পুরাতন করদাতারা মেলায় রিটার্ন দাখিল করে প্রাপ্তিস্বীকারপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। এছাড়া পুরাতন করদাতাদের মধ্য থেকে যারা রিটার্ন ফর্ম পূরণের ক্ষেত্রে ট্যাক্স ক্যালকুলেশন বুঝতে পারছেন না তাদের জন্য মেলায় তথ্যকেন্দ্র থাকবে। তথ্যকেন্দ্র থেকে ক্যালকুলেশন করে তাদের প্রদেয় করের পরিমাণ কত তা ধার্য করে দেয়া হবে এবং রিটার্ন দাখিল করার নিয়মাবলী তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে। পরবর্তী মেলাতেই তারা রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।

গতবার ব্যাপক সাড়া পেয়েছি যদিও তা ছিল প্রথম বছর। মেলার প্রথম দিকে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার অভাবে ততটা সাড়া পাওয়া না গেলেও মেলার শেষ দিকে যখন লোকজন জানতে পারল তখন ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। ২০১০ সালের মেলায় নতুন ও পুরাতন মিলিয়ে প্রায় ৫২ হাজারেরও বেশি করদাতা মেলায় আয়কর রিটার্ন জমা দিয়েছেন। গত বছর আমরা মেলা চলাকালীন বাড়তি প্রায় ১১৩ কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করতে পেরেছি। এবার আমরা এর দ্বিগুণ রাজস্ব আদায় করতে পারবো বলে আশা করছি। এবার আমরা আগে থেকেই মিডিয়াতে প্রচার-প্রচারণা চালিয়েছি যাতে করে লোকজন আগেভাগেই মেলা সম্পর্কে জানতে পারে।

ঢাকার বাইরে গত বছর শুধু চট্টগ্রামে মেলার

(পরের পাতায় দেখুন)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
এবং
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

## বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে গত বছরের মত এ বছরও ১৭ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ পর্যন্ত ঢাকাসহ দেশের সকল বিভাগীয় শহরে আয়কর মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আয়কর মেলার ২০১১ এর প্রাক্কালে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আয়করের মত একটি নিরস বিষয়কে নিয়ে মেলার আয়োজন করা যায় তা ছিল ধারণারও অতীত। আয়কর বিভাগ ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি এবং করদাতাগণকে অধিকতর কার্যকর সেবা প্রদানের লক্ষ্যেই আয়কর মেলার ধারণাটি আমাদের চিন্তায় আসে। এ রকম এটি নতুন বিষয়কে নিয়ে ২০১০ সালে আয়কর মেলার আয়োজন করে জনগণের পক্ষ থেকে যে সাড়া পাওয়া যায় তা ছিল অবিশ্বাস্য। সেই অভিজ্ঞতা থেকে এ বছর আমরা আরও ব্যাপক পরিসরে দেশের সকল বিভাগীয় শহরে আয়কর মেলার আয়োজন করতে যাচ্ছি।

দেশকে উন্নয়নের অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে অভ্যন্তরীণ সম্পদের কাংখিত সমাবেশ অপরিহার্য। সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের অন্যতম প্রধান খাত হল আয়কর। মুক্ত বাজার অর্থনীতির এ যুগে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের উৎস হিসেবে আয়করের গুরুত্ব প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেবল রাজস্ব আহরণের উৎস হিসেবেই নয়, সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিতপূর্বক সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে আয়করের গুরুত্ব অপরিসীম। আয়কর মেলা আয়োজনের মধ্য দিয়ে আয়করের গুরুত্ব অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হবার পাশাপাশি দেশে কর সংস্কৃতির লালন ও বিকাশ ত্বরান্বিত হচ্ছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা অনুপাতে আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা আশানুরূপ নয়। আমাদের আয়কর-জিডিপির অনুপাত প্রতিবেশী সকল দেশের চেয়ে বেশ কম। এ ধরনের অবস্থা আমাদের জন্যে মোটেই সুখকর নয়। এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে হলে সামর্থ্যবান সকল নাগরিককে সঠিক আয় প্রদর্শনপূর্বক আয়কর প্রদান করতে হবে এবং কর-সংস্কৃতির লালন ও বিকাশে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকতে হবে।

দেশে কর-সংস্কৃতির লালন ও বিকাশে আয়কর মেলার ২০১১ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। আয়কর মেলা ২০১১ সার্থক হোক।

(ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সদস্য
(আয়কর)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

## বাণী

গত বছরের মত এ বছরও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ১৭ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ খ্রি. পর্যন্ত ঢাকাসহ দেশের সকল বিভাগীয় শহরে আয়কর মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষে আয়কর মেলার ২০১১ -এর উদ্বোধনী দিনে মেলা আয়োজক কমিটি কর্তৃক একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এই ক্রোড়পত্রের মাধ্যমে জনগণ আয়কর মেলা-২০১১ সম্পর্কে একটি প্রাক-ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন।

বাংলাদেশের কর ব্যবস্থাপনার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হ'ল আয়কর মেলা। আয়কর মেলা আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কর প্রশাসনের ইতিহাসে একটি ইতিবাচক বিপ্লব সূচিত হয়েছে। এর মাধ্যমে আয়কর বিভাগের সেবাকে করদাতাগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

দেশে একটি কর-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সনাতন পদ্ধতির খোলস থেকে বেরিয়ে এসে আয়কর বিভাগ তার আধুনিক কর্মকুশলের মাধ্যমে ইতোমধ্যে করদাতাদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে আয়করের প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৩৩% যা স্বাধীনতা-উত্তর আয়কর বিভাগের সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি।

প্রত্যক্ষ কর হিসেবে আয়কর আমাদের জাতীয় রাজস্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। পরিবর্তনশীল প্রতিযোগী বিশ্বে বাংলাদেশের মত উন্নয়নকামী দেশে এর ভূমিকা বহুতরো ও বর্ধমান। বিশ্বায়ন ও মুক্ত বাজার অর্থনীতি পরোক্ষ করের সম্ভাবনা সংকুচিত করে এনেছে এবং আমাদর মত পশ্চাৎপদ অর্থনীতিকে টিকে থাকার জন্যে নিজস্ব অর্থায়ন অনুসন্ধানে বাধ্য করেছে। এখানেই প্রত্যক্ষ করের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অনুমেয়। শুধু অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য নয়, সমাজে সাম্য ও সৌকর্য সাধনে আয়করের অবদান অনস্বীকার্য। অথচ এটি সুবিদিত যে, ট্যাক্স জিডিপি'র আনুপাতিক হার বিবেচনায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান খুবই নাজুক।

নিয়মিত কর প্রদান প্রত্যেক সামর্থ্যবান নাগরিকের সুনাগরিকসুলভ দায়িত্ব। এ দেশে আয়কর প্রদানের বিষয়টি জনপ্রিয় নয়। আয়কর বিভাগ ও জনগণের মধ্যে যেমন দূরত্বের পরিবেশ বিদ্যমান তেমনি করদাতার মাঝে কর প্রদানের প্রতি অনীহা রয়েছে। এমতবস্থায় করদাতাদের মাঝে আস্থা তৈরি এবং আয়কর প্রদানের সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরী।

ছয় দিনব্যাপী দেশের সকল বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠেয় আয়কর মেলায় করদাতাগণসহ জনগণের ব্যাপক উপস্থিতি প্রত্যাশা করছি। আয়কর মেলার সামগ্রিক আয়োজন সুন্দর ও সার্থক হোক। উদ্বোধনী দিনের দীপ্যমান এ মুহূর্তে আমাদের দীপ্ত শপথ হোক-আমরা সবাই সবার জন্যে, দেশ ও দশের জন্যে কর প্রদানে অনুপ্রাণিত হবো। যাতে দেশে বিনিয়োগ, কর্মস্থান,সমবন্টন বাড়ে, দরিদ্র দুর হয়, আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক মোহনায় মানুষ দেখতে পায় সুবর্ণরেখার উদয়।

এ দেশ আমাদের সকলের। এ দেশের সমৃদ্ধি সকল নাগরিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। দেশের প্রত্যেক নাগরিক তার সক্ষমতা অনুযায়ী প্রচলিত আইন কানুন মেনে যথাযথভাবে আয়কর প্রদান করবেন-এই হোক আয়কর মেলা, ২০১১ এর অংগীকার।

(সৈয়দ মোঃ আমিনুল করিম)

# আয়কর মেলা ২০১১

**মোঃ আব্দুর রাজ্জাক**
কর কমিশনার, কর অঞ্চল-৫, ঢাকা
ও আহ্বায়ক, প্রচার ও মিডিয়া উপ-কমিটি
আয়কর মেলা-২০১১ আয়োজক কমিটি, ঢাকা

বাঙালী উৎসবমুখর জাতি। 'বার মাসে তেরো পার্বণ' আমাদের জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যকে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছে। এ ধরনের একটি উৎসবমুখর জাতির জীবনে ২০১০ থেকে যুক্ত হয় আয়কর মেলা নামক এক অভূতপূর্ব আনন্দ আয়োজন। আয়করের মত নীরস ও নিরানন্দ একটি বিষয়েও যে উৎসবের আমেজ যুক্ত করা যায় তা অবাক বিস্ময়ে সকলেই প্রত্যক্ষ করেছেন আয়কর মেলা ২০১০ এর দিনগুলোতে। পাঁচদিনের সেই আয়কর মেলা বাংলাদেশের রাজস্ব প্রশাসনের ইতিহাসে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। বাংলাদেশে আয়কর মেলার ধারণাটি করতে হলে আয়কর দাতার সংখ্যা ও আয়কর খাতে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করতে হবে। দেশের স্বনির্ভরতা অর্জন, বিদেশী সাহায্য নির্ভরতা হ্রাস, সুষ্ঠু আর্থিক নীতি প্রণয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই।

এ দেশে আয়কর প্রদানের বিষয়টি জনপ্রিয় নয়। আয়কর বিভাগ ও জনগণের মধ্যে যেমন দুরত্বের পরিবেশ বিদ্যমান তেমনি করদাতার মাঝে কর প্রদানের প্রতি অনীহা রয়েছে। এমতাবস্থায় করদাতাদের মাঝে আস্থা তৈরী এবং আয়কর প্রদানের সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরী। এই উপলব্ধি থেকেই আয়কর মেলার ধারণাটি আমাদের চিন্তায় আসে।

২০১০ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রতিনিধি দল ভারত সফরে গিয়েছিল।

(পরের পাতায় দেখুন)

## নিজের জন্য দিব কর

সৌজন্যে
Destiny Group
A sister Concern of Destiny Group
DESTINY - ডেস্টিনি D2K Destiny 2000 Ltd. Together we build our dream
Destiny Tree Plantation Ltd.
Let us build ourselves DMCSL
BEST AIR দিগন্ত পেরিয়ে
Destiny Environment Savings Energy Ltd. DESEL
boishakhi tv মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়